ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-VI, July, 2026, Page No. 2160-2165
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.06W.478

অনুবাদ চর্চার আলোকে আধুনিক বাংলা কবিতা

ড. বন্দনা বর্মণ, *সহকারী অধ্যাপক, করিমগঞ্জ কলেজ, শ্রীভূমি, অসম, ভারত*

Received: 05.06.2026; Accepted: 09.07.2026; Available online: 31.07.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This essay offers a detailed discussion of the evolution and significance of modern Bengali poetic translation, tracing its journey from classical Sanskrit literature to Western modernism. It highlights the early contributions of Rabindranath Tagore and Satyendranath Dutta, while placing special emphasis on how major modernist poets such as Sudhindranath Dutta, Buddhadeva Bose, Bishnu Dey, and Arun Mitra elevated translation into a profound act of creative reconstruction. The author analyzes how these poets skillfully navigated the complexities of remaining faithful to the original texts of poets like Stéphane Mallarmé, Charles Baudelaire, and T. S. Eliot, while simultaneously transforming the translated works into successful and independent Bengali poems. Finally, the essay expresses concern over the recent slowdown in contemporary practices of poetic translation in the age of globalization and calls for a renewed, deeper engagement with world literature to enrich the future of Bengali poetry.

Keywords: Bengali Poetic Translation, Modernism, Creative Reconstruction, World Literature, Translation Studies

'অনুবাদ' বা 'ট্রান্সলেশন' বলতে সাধারণভাবে প্রথমেই আমাদের মনে যে ভাবনাটি কাজ করে তা হল যে কোন সাহিত্য শাখা কে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় প্রকাশ করা। যাকে সংজ্ঞায়িত করে বলতে পারি অনুবাদ হচ্ছে পরিকল্পিতভাবে একটি ভাষার পাঠ থেকে অন্য আরেকটি ভাষায় রূপান্তরিতকরণ প্রক্রিয়ায় হলো 'ট্রান্সলেশন' বা 'অনুবাদ'। আরেকটু বিস্তারিতভাবে বলতে পারি অনুবাদ তত্ত্বে দুটি ভাষায় প্রসঙ্গ উঠে আসে। একটি হলো Source text বা উৎস পাঠ আরেকটি হল লক্ষ্য ভাষা বা target language/text। অনুবাদক যে ভাষায় কোন পাঠকে অনুবাদ করেন তা হলো target text বা উদ্দিষ্ট পাঠ। অনুবাদ একটি গভীর এবং তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। সঠিক অনুবাদ কর্ম কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে না এ বলে তা সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না। উৎস পাঠের অর্থের ভাব, সরল, সাবলীলতা, প্রাকৃতিক ব্যবহারগত রূপ, ভাষা, শব্দ, উপস্থাপনা, উদ্দেশ্য এই সমস্ত কিছুকে নিপুণভাবে প্রয়োগ করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মানুষের মানবিক ও শৈল্পিক অনুভব শক্তিকে সমস্ত রাজনৈতিক ভৌগোলিক কাঁটাতারের বাধা পেরিয়ে বিশ্ব মানবের কাছে পৌঁছে দেওয়ার একমাত্র হাতিয়ার হল অনুবাদ কর্ম।

দুটি ভিন দেশে ভাষার মধ্যে সাধারণ সামাজিক সাংস্কৃতিক ভিত্তিগত বৈষম্য থাকে। এক ভাষা থেকে আরেক ভাষায় অনুবাদের ক্ষেত্রে এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর তৈরি হয়। কবিতা অনুবাদের ক্ষেত্রে এটি আরো জটিল প্রক্রিয়া। রবার্ট ফ্রস্ট বলেছিলেন- 'What gets left out in translation'। বিখ্যাত এ মার্কিন কবির কথাতে বোঝাই যায় যে তিনি বলতে চাইছেন মূলত কবিতা অনুবাদ অসম্ভব। কিন্তু কোন কবিতাকে তার নিজস্ব ভাব ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্ব মানবের কাছে পৌঁছতে হলে কবিতা অনুবাদ অপরিহার্য। এবং বিশ্ব সাহিত্যে কবিতার অনুবাদ হয়ে চলেছে। তবে অনুবাদক নিজে কবি হলে তার শ্রম,সময়, অভিনিবেশ দ্বারা তিনি কবিতাকে নির্দিষ্ট স্থান কালের বাইরে নিয়ে যেতে কিছুটা হলেও সক্ষম হন। কিন্তু তাকে অতিশয়োক্তি,স্বাধীনতার অপব্যবহার, আক্ষরিক অনুবাদ নামক কুহকের হাত থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখা অত্যন্ত জরুরি। এই প্রসঙ্গে ওয়াল্টার বেঞ্জামিন বলেছিলেন –

> "সমস্ত মহৎ রচনায় তাদের পঙক্তিগুলির ফাঁকে ফাঁকে তাদের সম্ভাব্য অনুবাদকে কিছুটা ধরে রাখে। অনবদ্য সৃষ্টির প্রতি যথাসম্ভব আনুগত্য রক্ষা এবং কবিতার ভাববস্তু ও রূপ শিল্পের আস্বাদ অক্ষুণ্ণ রেখে অনুবাদককে স্বতন্ত্র কাব্য গৌরব সম্পর্কে সচেতন হতে হয়।"[১]

বাংলা কাব্যানুবাদ চর্চার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য ভাষার কবিতার অনুবাদের পাশাপাশি সংস্কৃত ও অন্যান্য স্বদেশীয় কবিতার অনুবাদের ধারা অব্যাহত রয়েছে। যার ঐতিহ্য রামায়ণ ও মহাভারতের বাংলা অনুবাদে ধরা রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের অদ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ কবি কিন্তু অনুবাদের ক্ষেত্রে তিনি তেমন অভিনিবেশ দেখাননি। কবি জীবনের প্রথম লগ্নে অবশ্য রবীন্দ্রনাথ ভিক্টর হুগো, শেলী, ব্রাউনিং, সুয়ইনবার্গ, আরনেস মায়ার্স, অগস্টা ওয়েবষ্টার প্রমূখ কবিদের কয়েকটি কবিতা অনুবাদ করেছিলেন। ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ 'তীর্থযাত্রী' নামে এলিয়েটের 'The Journey of the Magi' এর অনুবাদ করেন। এছাড়াও তিনি কিছু চীনা কবিতার অনুবাদ করেছিলেন। 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের 'আধুনিক কাব্য' প্রবন্ধে তিনি এমি লোয়েল, টি. এস. এলিয়ট ও এডউইন আর্লিংটন রবিনসনের কবিতা অনুবাদ করেছিলেন। তবে অনিশ্চিত স্মৃতি নির্ভরতা এবং আধুনিক পাশ্চাত্য কাব্যের প্রতি বদ্ধমূল বিরাগের কারণে এই অনুবাদগুলো নিছক প্রয়াস মাত্র হয়ে থেকে গেছে।সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ অনুবাদের মূল সংকটটি তুলে ধরেন। তাঁর বক্তব্য ছিল যে, মূল কবিতার ভাবকে বাংলায় পুরোপুরি বোধগম্য করতে গেলে একেবারে নিখুঁত মাপে বা আক্ষরিকভাবে তা ধরে রাখা যায় না। তাই সেটা সফল অনুবাদ 'প্রতিরূপ' না হয়ে 'অনুরূপ' হয়ে ওঠে।

হয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যানুবাদ যতখানি বিপুল, সার্থকতার বিচারে ততখানি সমুজ্জ্বল নয়। তার অনুবাদের মধ্যে ভাবের মগ্নতা ও স্থির লক্ষ্যের অভাব রয়েছে। 'তীর্থরেণু'র প্রথম কবিতায় কবি নিজের অজান্তেই তার এলোমেলো অপরিণত ভাবহীনতায় কিছুটা বিস্ময়বোধের কথা স্বীকার করেছেন।

> "খুঁজি না, বাছি না, যুঝি না, কেবল
> চেয়ে থাকি অনিমিষে।"

অনুবাদ কর্মে কিছুটা নৈপুণ্যের পরিচয় পাই মোহিতলাল মজুমদারের কাব্যানুবাদে। তিনি অর্থের চেয়ে ভাবকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি নিজেই বলেছিলেন যে, তাঁর অনুবাদ হুবহু আক্ষরিক না হলেও মূলের ভাব থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। শব্দের আক্ষরিক অর্থের চেয়ে তিনি কবিতার অন্তর্নিহিত ভাবকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং মূল কবিতার ভেতরের সুরটিকে বাংলায় ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন। পাঠকদের কাছে তাঁর দাবি ছিল অনুবাদগুলো বাংলা ভাষার নিজস্বতা বজায় রেখে প্রকৃত কবিতা হয়ে উঠতে পেরেছে কিনা তা বিচার করা। মূলের প্রতি আনুগত্যের চাইতে অনূদিত কবিতাটির নিজস্ব গ্রহণযোগ্যতার দিকেই তার বেশি ঝোঁক ছিল। তাঁর অনুবাদ সম্ভারের মধ্যে সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি হাইনের কবিতার অনুবাদ। এছাড়া মালার্মের 'Angoisse' কবিতার

অনুবাদ 'অন্তর- দাহ', বোঁদলেয়ারের 'Harmonie Du Soir' কবিতার অনুবাদ 'সন্ধ্যার সুর' পাঠকের কাছে মোটামুটি আশ্বাদ্য বলে বিবেচনা করা যায়। মোহিতলাল মজুমদার অনুবাদক হিসেবে সবচেয়ে সাফল্য লাভ করেছেন ক্রিস্টিনা রসেটির 'গান জন্মদিন দুর্গম', জর্জ সিলভেস্টার ভিয়েরাকের 'নাগার্জুন', 'প্রেৎপুরি', ওয়ালটার ডে লা মেয়ারের 'নিদালি' এডওয়ার্ড ডাউডেনের 'বন্ধু' কবিতার অনুবাদে। এইসব কবিতার ক্ষেত্রে মোহিতলাল উদ্দিষ্ট কবি ও কবিতার সঙ্গে মধগত সাদৃশ্য বাংলা ভাষায় কবিতা অনুবাদ চর্চায় সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত একটি উল্লেখযোগ্য নাম। 'তীর্থসলিল' (১৯০৮), 'তীর্থরেণু' (১৯১০), ও 'মনি-মঞ্জুষা' (১৯১৫) এই তিনটি গ্রন্থের সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মোট ৫৪১ টি কাব্যনবাদ করেছেন। 'তীর্থসলিল'এ- ব্লেক, সুইনবার্ন, টেনিসন, ভিক্টর হুগো,হোমার, বাল্মীকি, ভার্জিল, শেলী, গ্যেটে, শেক্সপিয়ার, কালিদাস, সাফো, ভবভুতি, হুইটম্যান, ব্রাউনিং, হাফেতা, কীট্স, বায়রন, জাপানি ঘুমপাড়ানি গানের অনুবাদ করেছেন। 'তীর্থরেণু'তে সংকলিত হয়েছে তরু দত্ত, লেউৎ দ্যলিন, পল্য ভ্যারলেন, বোঁদলেয়ার, পাউন্ড, লেন্ডর, দেম্যুসে, ক্রিস্টিনা রসেটি প্রভৃতির সঙ্গে তেলেগু ও তামিল ছড়া, মুন্ডারী কবিতা, মেক্সিকোর গীতিকা, প্রভৃতির অনুবাদ করেন। এর মধ্যে লেকঁৎ দ্য লিলের কবিতার অনুবাদ 'গ্রীষ্ম মধ্যাহ্নে' পল ভ্যারলেনের 'শিশিরের গান', ভিক্টর হুগোর 'জিন' বোঁদলেয়ারের 'সন্ধ্যার সুর', প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদের রহস্য সৌন্দর্য ও সৃষ্টিগুণে মুগ্ধ উপস্থাপনের ভাব গত সংযোগ ও মৌলিক কবিতার স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টিগুণ সঞ্চারিত করতে পেরেছেন।

প্রাচ্য পাশ্চাত্য ও সর্বোপরি বিশ্ব সাহিত্যকে বাংলা ভাষায় অনুবাদের ক্ষেত্রে সার্বিক নিষ্ঠা শ্রম অভিনিবেশ মগ্নতা ও একাগ্রতা উদ্ভাসিত হয়েছে বাংলা আধুনিক কবিদের মধ্যে প্রধান চার জন কবির অনুবাদ কর্মে। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে ও অরুণ মিত্রের অনুবাদ সক্ষমতায় বাংলা কাব্যানুবাদ অন্য এক মাত্র পায়; 'কবিতায় ব্যঞ্জনা বাড়ানোর অন্যতম উপায় অনুবাদ' এই মনোভাব নিয়ে কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত অনুবাদ কর্মে নিয়োজিত হয়েছিলেন। শেক্সপীয়র, হাইনে, ভালেরি, মালার্মে, লরেন্স প্রমুখ কবিদের কবিতা তিনি বাংলায় অনুবাদ করেছেন। মালার্মের কাব্যানুবাদের প্রতি তার আসক্তি সর্বজনবিদিত। 'সংবর্ত' কাব্যের নতুন সংস্করণের মুখবন্ধে তিনি জানিয়েছিলেন-

> "মালার্মে প্রবর্তিত কাব্যাদর্শই আমার অন্বিষ্ট; আমিও মানি যে কবিতার মুখ্য উপাদান শব্দ; এবং উপস্থিত রচনাসমূহ শব্দ প্রয়োগের পরীক্ষা রূপেই বিবেচ্য।"[২]

কবিতার প্রসঙ্গ ও প্রকরণ দু দিক দিয়েই তাঁর ও মালার্মের কবিতা একই সুরে গাঁথা নয়। একমাত্র দৈব বিমুখতা ছাড়া মালার্মে ও সুধীন্দ্রনাথের ভাব, বোধ ও বক্তব্যে খুব একটা মিল চোখে পড়ে না। মালার্মে যেখানে সাধারণ শব্দকেই কাব্যশরীরের বাহন করে তুলেছেন সুধীন্দ্রনাথের কবিতার ক্ষেত্রে আমরা দেখি গম্ভীর তৎসম শব্দের সমারোহ। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর কাব্যভাবনা ও বুদ্ধিবাদ নিয়ে একটি প্রবন্ধে লিখেছেন-

> "কাব্যের প্রধান অঙ্গ Lyricism নয়, Intellectualism, এবং এতেই বিভিন্ন মনের আত্মকীয়তার প্রকাশ। কাব্যে, 'intellectualism' আনতে হলে প্রাধান্য দিতে হবে চিন্তাকে।"[৩]

কাব্য ভাবনায় মালার্মের বিপ্রতীপ বিন্দুতে অবস্থান করেও তিনি মালার্মের কবিতার অনুবাদ করেছেন। যেমন- মালার্মের 'L', 'Azur', কবিতার অনুবাদ 'নীলিমা' উল্লেখযোগ্য। পল ভালেরির 'Ebauche Diun Serpent' এর অনুবাদ 'আদিনাগ' সে সুরেন্দ্রনাথ যথেষ্ট সার্থকতা অর্জন করেছেন। শেক্সপীয়রের 'সনেট' অনুবাদেও তিনি স্বাধীনতা দেখিয়েছেন, মূলের আবহ, প্রসঙ্গ ও প্রকরণ তার অনুবাদে যেমন আভাসিত তেমনি অনুবাদ স্বতন্ত্র কবিতা হিসেবেও শিল্প সাফল্য লাভ করেছে। অনুবাদ হিসেবে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেছেন হাইনের কবিতা অনুবাদে। যেমন- 'আত্মপরিচয়', 'বর্ষশেষ', 'স্মৃতিবিষ' এই সব অনুবাদ বাংলা আধুনিক কবিতার অনুবাদ চর্চায় নিরন্তর সম্পদ হয়ে রয়েছে।

'হোল্ডারলিন- এর কবিতা'র সূচনায় 'অনুবাদকের কর্তব্য' প্রবন্ধে কবি বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন-

> "একটি বিষয়ও আমি নিরন্তর মনোযোগী ছিলাম- যাতে বাংলা ভাষার কবিতা হিসেবে অনুবাদ গুলি পাঠযোগ্য হয়, কেননা আমার বিশ্বাস যে কবিতার অনুবাদের পক্ষে কবিতা হয়ে ওঠায় সবচেয়ে জরুরি দরকার।"[৪]

কবিতার অনুবাদও যে এক ধরনের সৃষ্টিকর্ম যা অনুবাদকের মৌলিক কবিতা সৃষ্টির ভাবনা ও প্রচেষ্টাকে ত্বরান্বিত করে, এই ভাবনা নিয়ে যিনি বাংলা ভাষাকে বিশ্ব কবিতার সঙ্গে যুক্ত করতে সচেষ্টা হয়েছিলেন তিনি বুদ্ধদেব বসু। প্রথম দিকের অনুবাদ কর্মে এজরা পাউন্ড, কামিংস, ওয়ালেস স্টিভেন্স, ভি. এইচ লরেন্স- এর কাব্যানুবাদে তেমন অভিনিবেশ লক্ষগোচর হয়ে ওঠেনি কিন্তু পরবর্তীকালে বোঁদলেয়ার, হোল্ডারলিন, রিলকে, পাশ্চাত্যের এইসব মহৎ কবিদের কবিতা ও কালিদাসের 'মেঘদূত' এর যে অনুবাদ বুদ্ধদেব বসু করলেন তা অতুলনীয়। এ প্রসঙ্গে 'আধুনিক কবিতার ইতিহাস' গ্রন্থে অরুন কুমার ঘোষ বলেছেন-

> "প্রতীচ্যের তিন মহৎ কবির কবিতার ও কালিদাসের 'মেঘদুত'এর যে অনুবাদ বুদ্ধদেব করলেন তাতে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠল তাঁর সুনির্দিষ্ট, অভিপ্রায়, একাগ্র, অভিনিবেশ, বিনীত সশ্রদ্ধ শ্রম, সর্বোপরি ধ্যান ও মগ্নতার পরিচয়।"[৫]

বুদ্ধদেব বসু নিজে অনুভব করেছেন যে যতক্ষণ আমরা কানে কানে ধনুকের ছিলা না টানছি ততক্ষণ আমরা আমাদের ক্ষমতার সীমা জানতে পারি না লেখকের জীবনে ধৈর্য ও পরিশ্রমই সব। 'যে আঁধার আলোর অধিক' কাব্যগ্রন্থ রচনা সময় থেকে ধারাবাহিকভাবে বুদ্ধদেব বসু কাব্যানুবাদ প্রয়াসে নিবিষ্ট অনুবাদ সম্পর্কে তার ভাবনা ব্যক্ত করেছেন 'কবিতার শত্রু ও মিত্র' গ্রন্থের 'কবিতা ও আমার জীবন: আত্মজীবনীর ভগ্নাংশ' শীর্ষক রচনায়-

> "আমি অন্তত অনুবাদকে দুধের বদলে ঘোল ভাবতে পারিনা; আমার মনে হয় সেটাও একটা সৃষ্টিকর্ম; তার জন্য চাই প্রেরণা, যার উৎপত্তিস্থল মূল কবির প্রতি প্রেম আর কখনও বা তার সঙ্গে একাত্মবোধ; তাতেও আছে সেই আনন্দ যা সত্যিকারের নিজস্ব কিছু লেখার সময় প্রাপ্ত হই আমরা; আর সেটাও বিস্তর খাটিয়ে নেয় আমাদের; ব্যবহার করে আমাদের সব বুদ্ধিবৃত্তি ও অভিনিবেশ।"[৬]

অর্থাৎ অনুবাদও একটি খাঁটি সৃষ্টিকর্ম। মৌলিক কবিতা লেখার জন্য যেমন প্রেরণার প্রয়োজন হয়, অনুবাদের জন্যও ঠিক তেমনি প্রেরণার প্রয়োজন। এই প্রেরণা আসে মূল কবির প্রতি গভীর প্রেম এবং তাঁর ভাবনার সাথে অনুবাদকের একাত্মবোধথেকে। বুদ্ধদেব বসু ফরাসি কবি শার্ল বোদলেয়ারের কবিতা সরাসরি ফরাসি থেকে অনুবাদ না করে ইংরেজি অনুবাদের সাহায্য নিয়েছিলেন। তিনি বোদলেয়ারের কবিতার মধ্যে নিজের ভাবনা ও নিজস্ব অন্বেষণের প্রকাশ দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি বোদলেয়ারকে নিজের মতো করে 'আত্মসাৎ' বা স্বাঙ্গীকরণ করতে পেরেছিলেন। এর ফলে ফরাসি কবিতাটি কেবল একটি অনুবাদ না হয়ে বাংলা ভাষার একটি স্বতন্ত্র ও চমৎকার কবিতায় রূপান্তরিত হতে পেরেছিল।এই অনুবাদের প্রভাব এতটাই গভীর ছিল যে, তা কেবল বুদ্ধদেব বসুর নিজস্ব পরবর্তী কাব্যধারাকেই সমৃদ্ধ করেনি, বরং তৎকালীন তরুণ বাঙালি কবিদের একটি বড় অংশের লেখার ওপরও এক অনস্বীকার্য প্রভাব বিস্তার করেছিল। ইংরেজি মাধ্যমের মধ্য দিয়ে হলেও বুদ্ধদেব বসু মূল কবি বোদলেয়ারের সঙ্গে এক গভীর আত্মিক সংযোগ স্থাপন করতে পেরেছিলেন। তিনি বোদলেয়ারীয় মেজাজ, সুর ও আবহকে বাংলা কবিতায় চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন, যা বহু শিল্পসার্থক বাংলা কবিতা সৃষ্টিতে সাহায্য করে।

বাংলা ভাষায় দেশি-বিদেশি কাব্য অনুবাদে কবিতার মেজাজকে যিনি সঠিকভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলেন তিনি হলেন কবি বিষ্ণু দে। প্রাচ্য পাশ্চাত্যের বিভিন্ন ভাষার প্রাচীন ও নবীন নানা কবির কবিতার অনুবাদ সংকলিত হয়েছে বিষ্ণু দে'র প্রথম কাব্যানুবাদ গ্রন্থ 'হে বিদেশী ফুল' এ। এরপরে প্রকাশ পেয়েছিল 'এলিয়েটের কবিতা' ও 'মাউৎসে তুং এর কবিতা'। এই তিনটি গ্রন্থ একত্রিত করে এবং তারই সঙ্গে অগ্রন্থিত আরও কয়েকটি অনুবাদ কবিতা সংযোজন করে কবির মৃত্যুর পর ১৯৮৬ জানুয়ারিতে প্রকাশিত হয় 'তুমি রবে কি বিদেশিনী' নামে অনুবাদ কবিতার এক বৃহৎ সংকলন। বিষ্ণু দে অনুবাদের সময় মূল কবিতার নিছক 'বিষয়' বা 'বার্তা'র চেয়ে কবিতার নিজস্ব 'মেজাজ' বা সুরকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে, কাব্যানুবাদে যদি মূল কবিতার মেজাজটাই ফুটিয়ে তোলা না যায়, তবে সেই অনুবাদের কোনো সার্থকতা থাকে না। তাঁর ভাষায় 'যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি মূল কবিতার বিন্যাস ছন্দ বা নিদেন পক্ষে মেজাজ অনুবাদের আভাসে বহন করতে'। বুদ্ধদেব বসুর মতোই বিষ্ণু দে-র ক্ষেত্রেও এটি প্রমাণিত যে, তিনি বিদেশী কবিতার অনুবাদ কেবল শখের বশে করেননি। দীর্ঘ ও নিষ্ঠাপূর্ণ চর্চার মাধ্যমে বিদেশী কবিদের সাথে এক গভীর আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন এবং সেই অনুবাদ-চর্চা থেকে তিনি নিজের মৌলিক কবিতা সৃষ্টির জন্য পুষ্টি বা অনুপ্রেরণা সংগ্রহ করেছিলেন। এলিয়েট বিষ্ণু দে'র কবি জীবনের প্রথম থেকে সর্বাপেক্ষা প্রিয় কবি ছিলেন। এলিয়েটের 'Gerontion' কবিতার অনুবাদ 'জরায়ন' কবিতাটিতে নিসর্গ পরিমন্ডলকে নিজের মতো করে তুলে ধরেও মেজাজটি ঠিক বজায় রেখেছেন। এছাড়াও এলিয়েটের 'Ash-Wednesday' কবিতার অনুবাদ 'চড়কের গান' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অনুবাদে মূল কবির স্বরভঙ্গি, মানসিকতা ও ভাবের প্রতি যথাসম্ভব বিশ্বাস তথা অভিনিবেশ এবং স্বতন্ত্র কবিতা হিসেবে অনুবাদের শিল্প সার্থকতা প্রভৃতি বিষয়ে ভারসাম্য রক্ষায় কবি অরুণ মিত্র আশ্চর্য নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। ষোড়শ থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সুদূরপ্রসারী সময়ের ফরাসি কবিতা ও তার সমকালীন বেশ কয়েকজন কবির কবিতা অনুবাদ তিনি প্রথমে 'অন্যস্বর' নামে একটি সংকলনে নিবদ্ধ করেন। পরবর্তী সময়ে 'পাঁচশ বছরের ফরাসি কবিতা' নামে একটি অসাধারণ অনুবাদ সংকলন প্রকাশ করেন। তিনি ফরাসি কবি রিলকে, রবের দেসনস, ক্লদ বোঁয়া, পঁল এলুয়ারের নির্বাচিত কবিতা অনুবাদ করেছেন। মূল কবিতার প্রতি যথাসম্ভব আনুগত্য রক্ষায় তাকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে ফরাসি ভাষার প্রতি তাঁর বুৎপত্তি বা পাণ্ডিত্য। ফরাসি ভাষায় তার পাণ্ডিত্য ও রসপথের সমন্বয়ের প্রতিফলন আমরা খুঁজে পাই বাংলায় অনূদিত কবিতা সম্ভারে। বোঁদলেয়ার ছাড়াও পল ভেরলেন, রেঁবো,প্লোদেল,মাক্স ঝাকব,গীওম আপোলিন, পল এল্যুয়ার, আঁরি মিশো প্রমূখ কবিদের তিনি যেভাবে অনুবাদ করেছেন তার কাছে বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদও কিছুটা নিস্প্রভ মনে হয়।অরুণ মিত্রের অনুবাদের পরিধি ছিল অত্যন্ত ব্যাপক ও বৈচিত্র্যময়। তিনি যেমন মরিস সেভ, পিয়ের দ রঁসার কিংবা যোয়াশ্যা দ্যু বেলের মতো পুরনো কবিদের কবিতা অনুবাদ করেছেন; তেমনি বোদলেয়ার, পল ভের্লেন, র‍্যাঁবো, পল ক্লোদেল, মাক্স যাকব, গীয়োম আপোলিনের, জ্যুল সুপেরভিয়েল, স্যাঁ-জন-পের্স, পিয়ের র্যাভারদি, পল এল্যুয়ার, অঁরি মিশো, জাক প্রেভের এবং র্যনে শার-এর মতো আধুনিক কবিদের কবিতাও চমৎকারভাবে বাংলায় রূপান্তর করেছেন। সর্বোপরি, মূল কবিদের সাথে এক গভীর আত্মিক সংযোগের কারণে তাঁর হাতে র‍্যাঁবো, স্যাঁ-জন-পের্স ও পল এল্যুয়ারের কবিতার তর্জমা এক অনন্য ও বিশেষ মাত্রা লাভ করেছে।

পরবর্তী সময়ে বাংলা অনুবাদ চর্চায় যারা অভিনবত্বের চমক এনেছেন তাঁরা হলেন অলক রঞ্জন দাশগুপ্ত, শঙ্খ ঘোষ, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, আলোক সরকার, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় অন্যতম। গভীর দায়িত্ববোধ ও একাগ্র নিবিষ্টতা নিয়ে মূল কবিতার প্রতি বিশ্বস্ততা রক্ষা করে কাব্যানুবাদকে বাংলা ভাষার কবিতা হিসেবে স্বতন্ত্র আস্বাদ সঞ্চার করতে এরা সক্ষম হয়েছেন। তাঁরা অনুবাদের তাৎপর্যকে গুরুত্ব দিয়ে মূল কবিতার প্রতি

যেমন বিশ্বস্ত থেকেছেন, তেমনি বাংলা ভাষার কবিতা হিসেবে তার স্বাধীন রসাস্বাদন ও চমৎকারিত্ব ধরে রেখেছেন।

অলক রঞ্জন দাশগুপ্ত এর 'ভিনদেশী ফুল' নামে ফরাসি কবিতার অনুবাদ বাংলা অনুবাদ সাহিত্যে এক অসামান্য সম্পদ। এছাড়া ইংরেজি, ইতালিয়, হিস্পানি প্রভৃতি ভাষার কবিতা তিনি অনুবাদ করেছেন। জার্মানি ভাষার ব্যাপক অধিকার অলক রঞ্জনের জার্মান কবিতার অনুবাদকে এক বিশেষ উজ্জ্বলতা দিয়েছে। অনুবাদ কবিতা গ্রন্থের মধ্যে অলক রঞ্জন দাশগুপ্ত ও শঙ্খ ঘোষের যুগ্ম সম্পাদনায় 'সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত' সংকলনটি বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। শঙ্খ ঘোষের প্রথম কবিতা অনুবাদ গ্রন্থ কিউবার কবি নিকোলাস গ্যিয়েনের কবিতা সংকলন 'দেশ-বিদেশের কবিতা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীতে আরও কয়েকজন কবির অনুবাদ যুক্ত করে তিনি **'বহুল দেবতা বহু স্বর'** নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন, যেখানে আগের অনুবাদের একটি অংশ ঠাঁই পায়। ফরাসি কবি ও তাত্ত্বিক পল ভালেরির একটি উক্তিকে সমর্থন করে তিনি মনে করেন, অনুবাদ আসলে মূল কবিতার আঙ্গিক বা রূপের কাছাকাছি পৌঁছানোর একটি শিল্পসম্মত এবং আন্তরিক প্রয়াস। এছাড়াও বের্টোল্ট ব্রেখ্ট, আনা আখমাতোখা ও এলিয়টের দীর্ঘ কবিতা 'দ্য ড্রাই স্যেলোয়েজম' এর অনুবাদ অসামান্য শিল্প সুসময় মন্ডিত হয়ে রয়েছে।

বিশ্বসাহিত্যের নানা দেশের এবং নানা ভাষার বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ কবির কবিতা বাংলায় অনুবাদ করেছেন দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অনূদিত কবিদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন উইলিয়াম ব্লেক, হুয়ান রামন হিমেনেস। কবি তাঁর অনুবাদ কর্ম করতে গিয়ে ঘোষণা করেছেন যে, 'স্বীকার করতে হয় অনুবাদও একভাবে কবিতাটির ভাষা'। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে কবিতা অনুবাদ কোনো যান্ত্রিক বা আক্ষরিক রূপান্তর ছিল না। ব্লেক, লোরকা বা হিমেনেসের মতো বিশ্বকবিদের অনুবাদ করার সময় তিনি বিশ্বাস করতেন যে অনুবাদও আসলে কবিতারই একটি নতুন ভাষা রূপ। তাই তিনি আক্ষরিক অনুবাদের সস্তা বিভ্রান্তিতে পা না দিয়ে, মূল কবিতার ভেতরের ভাববস্তুকে সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ন রেখে তাকে বাংলা ভাষার এক একটি স্বাধীন ও সার্থক কবিতায় উন্নীত করার সফল সাধনা করেছেন।

সাম্প্রতিক কালে বাংলা কাব্যানুবাদের ধারা বেশ কিছুটা মন্থর হয়ে পড়েছে। অনুবাদের প্রতি তরুণতর কবিদের মধ্যে এক সার্বিক অনীহা ও উদাসীন্য চোখে পড়ার মতো। আধুনিক বাংলা কাব্যানুবাদ চর্চা সমসাময়িক বিদেশী কবিতার অনুবাদে প্রবৃত্ত না হয়ে অতীতের কবিদের দিকেই চেয়ে রয়েছে। প্রবল বিশ্বায়নের মধ্যে সমস্ত পৃথিবীর ভাষা ও সংস্কৃতি যত সচ্ছলভাবে একে অপরের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে অন্যদিকে বাংলা কবিতার জগতে ততই যেন বিদেশি সাহিত্যচর্চা ও অনুবাদের মন্দা দেখা দিয়েছে। এই মানসিকতা বাংলা ভাষা ও বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে মোটেও সুখকর নয়।

তথ্যসূত্র:

১. ঘোষ, শঙ্খ। কবির অভিপ্রায়। প্যাপিরাস, কলকাতা, পৃ. ২৪।
২. দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ। ভূমিকা, 'সংবর্ত'। সিগনেট প্রেস, কলকাতা, পৃ. ১১।
৩. দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ। 'কাব্য সংবাদ', 'স্বগত'। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ৬৪।
৪. বসু, বুদ্ধদেব। 'অনুবাদকের কর্তব্য', 'হোল্ডার লিনের কবিতা'। এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ৭।
৫. ঘোষ, অরুণ কুমার। 'আধুনিক কবিতার ইতিহাস'। সম্পাদনা: অলক রঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ১১২।
৬. বসু, বুদ্ধদেব। 'কবিতা ও আমার জীবন: আত্মজীবনীর ভগ্নাংশ'। কবিতার শত্রু ও মিত্র, এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স, কলকাতা, পৃ. ৮৬।